বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন

ভালোবাসার বসতবাড়ি

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

ভালোবাসার বসতবাড়ি

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭

www.facebook.com/pothikprokashon

Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২১ ইং

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

pothikshop.com

islamicboighor.com

islamiboi.net

ruhamashop.com

raiyaanshop.com

মূল্য: ৩৪০/-

নাজরানা

এক জীবনে রব আমাকে অনেক কিছু দান করেছেন। এমন এমন নিয়ামাহ তিনি দান করেছেন, যার শুকরিয়া আদায় করলে কোনোদিন শেষ হবে না। আমি আল্লাহর কাছে আরো কিছু চাই, হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে থাকা আশাগুলো যেন তিনি পূরণ করে দেন এবং আমাকে তাঁর রহমতের আচঁলে বেঁধে রাখেন। আমিন।

ভূমিকা

ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভূতি এবং আবেগকেন্দ্রিক একটি অভিজ্ঞতা। বিশেষ কোন মানুষের জন্য স্নেহের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ভালোবাসা। ভালোবাসি শব্দটি কানে বাজলেই মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠে। হৃদয়ে খুশির জোয়ার চলে আসে। ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে আমাদের বসতগুলো এই স্বপ্ন নিয়েই আমাদের জীবনের পথচলা...। আমরা এমন একটি পরিবারের স্বপ্ন দেখি, যেখানে সবাই সবার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। সন্তান তার পিতা-মাতাকে ভালোবাসবে। পিতা-মাতা তার সন্তানকে ভালোবাসবে। ভাই তার বোনকে ভালোবাসবে। বোন তার ভাইয়ের আদরের রানী হয়ে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে থাকবে প্রেমময়ী এক সম্পর্ক...

পরিবারের মূল ভিত্তি হলো স্বামী এবং স্ত্রী। আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর প্রেমময়ী সম্পর্কের মধ্য থেকেই পৃথিবীর মাঝে প্রথম পরিবার তৈরি হয়েছিলো। আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে। (সুরা রূম : ২১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারী পুরুষ সৃষ্টি করেছেন পরস্পর পরস্পরের কাছে যাতে প্রশান্তি পেতে পারে। পরস্পরের মাঝে যেন ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি হয়। আর নারী পুরুষের এই ভালোবাসার সম্পর্কের বৈধতা পায় বিবাহের মাধ্যমে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিবাহ করা স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসি ব্যতীত সকল নারীকেই পুরুষের জন্য হারাম করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> আর যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভুক্ত দাসীদের সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারীরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী। (সুরা মাআরিজ : ২৯-৩১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসীরা (বা যুদ্ধবন্দিনীরা) ব্যতীত সধবা (অন্যের বিবাহধীন) নারীদেরকেও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

> এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত কয়েক প্রকার নারী ব্যতীত অন্য সব নারীকে অর্থ ব্যয় করে বিয়ে করার জন্য পেতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে; তবে অবৈধ যৌনকর্মের জন্য নয়। (সুরা নিসা : ২৪)

আজকে যুবক যুবতিদের মাঝে হতাশা বিরাজ করছে। সমাজের কিশোর কিশোরীরা সবাই যেনো ভালোবাসার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে! যে যেভাবে পারছে অবৈধ উপায় নিজেদের তৃষ্ণা নিবারন করছে। বার চৌদ্দ বছরের কিশোর কিশোরীরা প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করছে। কেউ যাচ্ছে ডার্করেস্টুরেন্টে। ভার্সিটিতে উঠে বোনেরা হয়ে যাচ্ছে বয়ফ্রেন্ডের পতিতা। ইউনিভার্সিটির মেয়ের হল থেকে পাওয়া যাচ্ছে অবৈধ বাচ্চা, যার বাবা কে জানা নেই। প্রেমিক ধোঁকা দেয়ায় তার বিরুদ্ধে ধর্ষনের মামলা করছে প্রেমিকা। ক্লাসমেটের সাথে গ্রুপ স্টাডি করতে গিয়ে বিকৃত যৌনাচারে খুন হচ্ছে নিজের সহপাঠি ও প্রেমিকা। আহা! এ কেমন সমাজ? যেখানে যুবক আর যুবতিরা পশুর ন্যায় মেলামেশা করে চলছে অথবা তাদের অভিভাবকরা এ ব্যাপারে দেখেও যেনো না দেখার ভান করে আছে, জেনেও যেনো না জানার ভান করে আছে, বুঝেও যেনো আজ না বোঝার ভান করে আছে...।

তারা কি জানে না যে সন্তান বালেগ বালেগা হলে তাদের বিয়ে দেয়ার দায়িত্ব অভিভাবকের? তারা কি জানে না, এই দায়িত্বে অবহেলা করার ফলে সন্তানের এসব গুনাহের বোঝা তাকেও বহন করতে হবে?

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> তোমাদের মাঝে যার কোন (পুত্র বা কন্যা) সন্তান জন্ম হয় সে যেন তার সুন্দর নাম রাখে এবং তাকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষা দেয়; যখন সে বালেগ অর্থাৎ সাবালক/সাবালিকা হয়, তখন যেন তার বিয়ে দেয়; যদি সে বালেগ হয় এবং তার বিয়ে না দেয়, তাহলে সে কোন পাপ করলে উক্ত পাপের দায়ভার তার পিতার উপর বর্তাবে। (বায়হাকি, মিশকাত)

সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করা বা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে রেখে যাওয়াই শুধু অভিভাবকের দায়িত্ব নয় বরং সন্তানের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করাও তাদের দায়িত্ব। অভিভাবকরা সন্তানের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন তখন সন্তানও তার অভিভাবকের হক আদায় করে না।

সন্তানের বিবাহে বিলম্ব করার কারণে পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়। এমনকি সন্তানের সাথে পিতামাতার দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। সন্তান প্রশান্তির খোঁজে বন্ধুদের সাথে আড্ডায় কাটায় এবং কেউ কেউ নেশাজাত দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কারো কারো অবৈধ সন্তান হওয়ায় পিতামাতার সম্মান নষ্ট হয়।

সমাজের মানুষের চোখে ব্যভিচারি ব্যভিচারিণীর পিতা-মাতা হওয়ার অভিশাপ বহন করতে হয়।

অবৈধ সম্পর্ক কাউকে কাউকে নিয়ে যায় আরো বড় অপরাধের দিকে। অসতর্কতায় মেয়ের সন্তান হয়ে যাওয়ায় অভিভাবকদের কেউ কেউ খুন করে বসে নিজের আদরের মেয়েকে, যাতে সমাজে ইজ্জত বাঁচে। আবার কেউ হত্যা করে নিজের গর্ভের সন্তান। এভাবেই কলংকিত হয়ে পড়ে বাবা মায়ের সাথে সন্তানের ভালোবাসার সম্পর্ক।

যে মায়ের ভালোবাসাকে বলা হয় নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। যার ভালোবাসার কোনো তুলনা হয় না, এই অপবিত্র প্রেম সেই ভালোবাসাকেও কলংকিত করে। যখন কেউ অবৈধ সন্তানের মা হয়ে যায় তখন হয় তাকে গর্ভেই হত্যা করে অথবা জন্মের পর ডাস্টবিন বা খালের ময়লার মাঝে ফেলে আসে। কতটা নিষ্ঠুর করে তোলে মানুষকে এই অপবিত্র ভালোবাসা।

সমাজে এছাড়া ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে সমকামিতা ও পরকিয়া। যা এই সমাজে বিয়ে বিলম্বিত হওয়ারই একটা খারাপ প্রভাব। প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া শিরকের পরেই সবচেয়ে জঘন্য কাজ।

অথচ এই জঘন্য কাজের মাধ্যমেও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভালোবাসার পারিবারিক বন্ধন।

সন্তান পিতামাতার কাছে বিবাহের কথা বললে তারা সন্তানকে তাচ্ছিল্য উপহাস করছে।

অভিভাবকরা বিয়েতে বিলম্ব করতে বিভিন্ন যুক্তি দিচ্ছে। বলছে বিয়ে করলে বউকে খাওয়াবে কি? অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছেন অবিবাহিতদের দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

> তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী বা স্ত্রী নেই, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ ও যোগ্য তাদেরও। তারা যদি দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ মহা দানশীল, মহাজ্ঞানী। (সুরা নুর : ৩২)

সমাজের বাস্তবতার কথা চিন্তা করেই 'বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন' টিম একটি ফেসবুক পেইজের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে সমাজসংস্কারের স্বপ্ন নিয়ে। 'বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন' টিম এমন একটি সমাজ চায়—যেখানে ভালোবাসার বন্ধনগুলো ভেঙ্গে যাবে না, যেখানে ভালোবাসায় অপবিত্রতার দাগ লাগবে না, যে সমাজে পিতামাতা সন্তানের হত্যাকারী হবে না, যে সমাজের অভিভাবকরা যুবক-যুবতির প্রতি নিষ্ঠুর হবে না, তাদের উপর জুলুম করবে না। আমরা এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে বিবাহ আল্লাহর ইবাদত হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোনো যুবক বা যুবতি প্রেমে পড়লে তা

বিবাহের মাধ্যমে বৈধ করে নিবে। যে সমাজে কোনো দ্বীনদার চরিত্রবান ছেলে কোনো মেয়ের বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে প্রত্যাখ্যাত হবে না সরকারি চাকরি করে না বলে। যেমনটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বলেছেন,

> যদি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা কোন মুসলিম যুবকের দ্বীন এবং ব্যবহার (চরিত্র) তোমাকে সন্তুষ্ট করে, তাহলে তোমার অধীনস্থ নারীর সাথে তার বিয়ে দাও। এর অন্যথায় হলে পৃথিবীতে ফিতনা ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়বে। (সুনানু তিরমিযি)

আমরা সমাজে ছড়িয়ে পড়া এই ফিতনা ও দুর্নীতি বন্ধ করার স্বপ্ন দেখি। আমরা স্বপ্ন দেখি বিয়ে সহজ—এমন একটি সমাজের।

আমরা সেই সব যুবক ভাইদের আহবান জানাই, যারা ইচ্ছা সত্ত্বেও সামর্থ্যের অভাবে বিয়ে করতে পারছে না বা পারিবারিক বাধায় বিয়েতে বিলম্ব করছে, তারা যেনো ধৈর্য ধরে এবং রোজা রাখে পরকালীন জান্নাত লাভের প্রত্যাশায়। আমরা যুবক ভাইদেরকে নিজেদের নফসের কাছে হেরে না যাওয়ার নাসিহাহ করি এবং যারা চরিত্র পবিত্র রাখে তাদের জন্য পরকালের কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেই, যা সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> হে কুরাইশ যুবকরা! তোমরা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযত করো। কখনো ব্যাভিচার করো না। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি নিজ লজ্জাস্থান হিফাযত করতে পেরেছে, তার জন্যই জান্নাত।

আমরা চাই এমন সমাজ, যেখানে পরিবারগুলো হয়ে উঠবে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। যেখানে সন্তান তার অভিভাবকের আনুগত্য করবে এবং অভিভাবকরা উত্তম উপায়ে সন্তান লালন পালন করে আল্লাহর উত্তম বান্দায় পরিণত করবে। প্রতিটা পরিবার হয়ে উঠবে পবিত্র 'ভালোবাসার বসতবাড়ি'।

আমরা 'পথিক প্রকাশন'-এর কাছে কৃতজ্ঞ যে, তারা আমাদের এই নেক কাজের সহযাত্রী হয়েছেন এবং আমাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আমাদের দাওয়াত সমাজে ছড়িয়ে দিতে ভূমিকা রাখছেন। পথিক প্রকাশন ইতিমধ্যে আমাদের 'বিয়ে : অর্ধেক দ্বীন' পেইজের কিছু লেখা সংকলন করে 'ভালোবাসার বন্ধন' বইটি বের করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, বইটি পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টাগুলো কবুল করুন। যারা আমাদের টিমে সংযুক্ত, সেই সকল ভাইকে আল্লাহ তাআলা তার দ্বীনের জন্য কবুল করুন। আমিন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, গ্রন্থটির সকল প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিহারের সকল প্রকার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকার ভুল চোখে পড়লে এবং আমাদের অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের সুযোগ থাকবে ইনশা আল্লাহ।

সূচিপত্র

বিয়ের আগে

কৈশোরের প্রেম : বাধা নয়, বৈধতা চায় ১১
অবৈধ সম্পর্ক ১৪
মানুষ কেন প্রেম করে ১৬
যৌন চাহিদা হচ্ছে ক্ষুধার মতো ২২
নতুন করে পাওয়া ২৭
হারাম কখনো আরাম হয় না ৩১
হারাম রিলেশনে যারা আছেন ৩২
আমার বিয়ে ভাবনা ৩৪
বিয়ে : আকাঙ্ক্ষা থেকে অনীহা ৪০
একজন মেয়ের বুকভরা আর্তচিৎকার ৪৩
আমি কি ভালোবেসে বিয়ে করতে পারবো? ৪৭
বিবাহের জন্য কেমন দুআ করা উচিত ৫২
দ্রুত বিয়ে হওয়ার কিছু পরীক্ষিত আমল ৫৫
বিয়ের উদ্দেশে পাত্রী দেখা : ইসলাম কী বলে? ৫৯
বিয়ের আগের কিছু টিপস ৬২
ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহর বিয়ে ৬৫
তাকে পাওয়ার জন্য... ..... ৬৬
দারিদ্রতা কোনো বিষয় না ৬৭
আমার বিয়ে এবং কিছু উপলব্ধি ৭১
এ কেমন ভালোবাসা? ৭৫
ওলী বা অভিভাবক ছাড়া কি মেয়েদের বিয়ে হবে না? ৭৭
রিযক নিয়ে আপনি এত টেনশনে কেন? ৮৫

বিয়ের পরে

ভালোবাসা মানে কী? ৮৭
ভালোবাসার পরিচয় ৮৯
হালাল ভালোবাসার সাতকাহন ৯২
দামী জিনিষ ভালো জায়গায় রাখতে হয় ৯৪
একজন স্বামী বৃক্ষের মতো ৯৫
প্রিয় প্রেয়সী আপু, কিভাবে জয় করবেন প্রিয়তমের হৃদয় ৯৭
সংসার অধিকার আদায়ের যুদ্ধক্ষেত্র নয়, সংসার স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার রণাঙ্গন ১০০
প্রেয়সীর মন জয় ১০২
তুমি আমার প্রেম ১০৪
বিয়ের রাতে স্ত্রীর সাথে স্বামীর কথোপকথন ১০৮
প্রিয় জীবনসঙ্গী আমার ১১০
দ্বীনদার স্বামী-স্ত্রীর রোমান্টিক একটি গল্প ১১১
নবিজির এক রাত্রির গল্প ১১৩
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে রোমান্টিকতা এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ ১১৭
রাগারাগি, বকাবকি ১২৩
শাশুড়িকে বশ করার কিছু টেকনিক ১২৫
ভোরবেলা স্ত্রীকে জাগিয়ে স্বামী যা করবে ১২৬
চতুর স্বামী ১২৭
বউটাকে নিয়ে আর পারি না রে ভাই ১২৮
প্রিয়তম আমার ১৩০
আমার বিবি ১৩৩
একজন জান্নাতী মহিলার জীবন কাহিনী ১৩৬
৩০ বছরে কোনোদিন তর্ক করিনি ১৩৯
ওগো, জান্নাতে গহনা কিনে দিয়েন—হ্যাঁ! ১৪১
হালাল রোমান্টিকতা ১৪৩

প্রিয়তমার পরশে... ১৪৬
কথা দিলাম তোমায়, ওগো প্রিয়তমা ১৪৮
একটি দম্পতির ভালোবাসার গল্প ১৫০
বোন আমার, সন্তান না হলে হতাশ হয়ো না ১৫৬
যে নারী দাম্পত্য জীবনে ব্যর্থ ও অসুখী ১৫৮
যারা সন্তানকে স্বীনদার হিসেবে দেখতে চান ১৬০
আম্মু, আজ জান্নাতে ঘর বানাবে না? ১৬৩
জুমআর দিনে নারীদের করণীয় ১৬৭
বিয়ের পরে স্ত্রীদের প্রতি অনীহা ১৭০
স্ত্রীকে ভালোবাসুন দৃষ্টি অবনত রাখার মাধ্যমে ১৭২
পর্দার বিষয়ে পুরুষের করণীয় ১৭৪
স্ত্রীকে প্রহার করা কি ইসলামে জায়েজ? ১৭৭
স্বামীর নামের সাথে স্ত্রীর নাম যুক্ত করা ১৮২
ডিভোর্স নামক ঘূর্ণিঝড়ের বিপাকে মুসলিম সমাজ ১৮৪
যে পাপ সবসময় হতে থাকে ১৮৭
জান্নাতে কেউ একা থাকবে না ১৮৮

বিয়ের আগে

কৈশোরের প্রেম : বাধা নয়, বৈধতা চায়

হে পিতা,

আপনার সন্তানের কৈশোরের আনন্দকে নষ্ট করবেন না এবং তাকে বিনা-ব্যভিচার করতে বাধ্য করবেন না।

কিশোর বয়স হলো প্রেমের বয়স, নতুন অনুভূতির জন্ম হয় যে বয়সে। যে বয়সে নতুন হরমোনের বিপ্লব তৈরি হয় দেহের মাঝে। এ বয়সটা উথাল-পাথালের বয়স।

যে বয়সে প্রত্যেক কিশোরী তার রাজপুত্রের ছবি আঁকে মনের মাঝে। আর ভাবনায় হারিয়ে যায় এই ভেবে যে, এই বুঝি এলো স্বপ্নের রাজকুমার আর ঘোড়ায় তুলে নিয়ে হারিয়ে গেলো অন্য কোনো রাজ্যে।

এ বয়সে প্রত্যেক কিশোর তার স্বপ্নের রাজকন্যার মায়াভরা মুখ এঁকে নেয় বুকের মাঝে। আর দিগ্বিদিক তাকে খুঁজতে শুরু করে।

খেলাধুলা, মজা-মাস্তি করার পরও যেনো এ বয়স আনন্দে পূর্ণতা পায় না। তার তখন প্রয়োজন প্রিয়তমার কোমল হাত। মায়াবী দু'টো চোখ—যার মাঝে সে হারিয়ে যেতে ইচ্ছুক।

এ বয়সে বুকের মাঝে আবেগ থাকে রাশি-রাশি।। কবিতার মতো মনে ফুটতে থাকে প্রেমের ছন্দগুলো। কাউকে শোনাতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠে।

হাজারও কিশোর এ বয়সে প্রেমের কারণে হতাশায় আর নিরাশায় আসক্ত হয় নেশাদ্রব্যে। ইয়াবা, হিরোইন, মদ, গাজা নিত্যসঙ্গী হয়ে যায় তাদের। ধ্বংসের কবলে ঠেলে দেয় নিজেদের। কিশোর বয়সের এ প্রেম—ধ্বংস করে হাজারও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর স্বপ্ন ও ভবিষ্যত।

বিশ্বাস করুন। এ কিশোর বয়সের প্রেমের কারণে লাখ-লাখ কিশোরী তার কুমারিত্ব হারায় শুধু অবৈধ প্রেমের নেশায়। এ বয়সের প্রেম হলো ক্ষিপ্ত স্রোতের ন্যায়! বাধা দিয়ে যাকে থামানো যায় না। বরং বাধা দিলে তার ক্ষিপ্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। সে অবৈধ পথে চলতে শুরু করে।

এ বয়সের প্রেমকে বাধা দিয়ে সমাজকে পবিত্র রাখা সম্ভব নয়। যিনা-ব্যভিচার থেকে নিজ সন্তানকে মুক্ত রাখা সম্ভব নয়। হয়তো আপনার সবচেয়ে ভালো ছেলে ভদ্র মেয়ে গোপনে-গোপনে প্রেমলিলায় মত্ত।

হে সমাজ, বিশ্বাস করো—এ বয়সে প্রেমে পড়ে না এমন কিশোর কিশোরীর সংখ্যা নেই বললেই চলে। ভালো লাগার বয়স তো এটাই। হয়তো কারো কারো ভালোবাসা বিস্ফোরিত হয়ে যিনার পথে পা বাড়ায়। কিন্তু হাজার-হাজার কিশোর-কিশোরীর হৃদয় হারানোর বেদনায় আবেগের কবরে পরিণত হয়।

একবার যদি সুযোগ দেয়া হয় ভালো লাগার মানুষকে বিয়ে করার জন্য তাহলে শতশত শুকনো ফুলে হাসির রেখা ফুটে উঠবে। আবার ঝরানো পাতার গাছগুলো বসন্তের ন্যায় সবুজ বনে পরিণত হবে।

ইসলাম প্রেমকে নিষেধ করে না। কাউকে পছন্দ করতে নিষেধ করে না। ইসলাম বলে পছন্দ হলে বিয়ে করে নিতে।

ইসলাম আবেগ-অনুভূতিকে জীবন্ত কবর দেয়ার জন্য বলে না। বলে—নারী-পুরুষ একে অন্যের মাধ্যমে প্রশান্তি নিতে।

আল্লাহ তাআলা বিয়ের উপকারীতা, আনন্দময় মুহূর্তের কথা কুরআনে উল্লেখ করছেন। দেখুন, যিনা ব্যভিচারের শাস্তি আলোচনার মাঝে পিতা মাতাকে সন্তানের বিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অভাবের কারণে কেউ বিয়ে করতে ভয় পেলে তাকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন। অভাবী হলে অভাবমুক্ত করে দেওয়ার ওয়াদা আছে।

দেখুন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়েকে তার সুন্নত বলে ঘোষণা করে বলেছেন,

> যে এই সুন্নত পরিত্যাগ করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।[১]

[১] সহিহুল বুখারি: ৫০৬৩।

পবিত্র হাদিসে বাবা-মা'কে হুমকি দেয়া হয়েছে যে, সময় মতো সন্তানের বিয়ের ব্যবস্থা না করলে সন্তান যে গুনাহ করবে, কাল কিয়ামতের দিন তার কিছু অংশ গুনাহ পিতা-মাতার আমলনামায় থাকবে।

তাহলে কেন কিশোর প্রেমকে অবৈধ রাস্তায় প্রবাহিত হতে দিবে? কেন তাদের বৈধভাবে বিয়ের অধিকার থাকবে না।

দেখুন, একটা বাচ্চা জন্মানোর সময় তার দাঁত থাকে না। তখন সে মায়ের দুধ পান করে। কিন্তু যখন তার দাঁত উঠা শুরু করে, তখন মায়ের দুধই তার জন্য যথেষ্ট নয়। তখন শক্ত খাবারের প্রয়োজন হয়। যদি এ বয়সে আলাদা খাবারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়বে, তার স্বাভাবিক বেড়ে উঠার ব্যঘাত ঘটবে।

ছেলে-মেয়ে যখন প্রাপ্ত বয়স্কের হয়, তখনও তাদের একটা শারিরিক পরিবর্তন ঘটে। তখন নারী পুরুষকে চায় আর পুরুষ নারীকে চায়। যদি এই স্বাভাবিক চাওয়াকে বৈধ হতে না দেওয়া হয়, তখনই যিনা-ব্যভিচারের রাস্তা খুলে যায়। আর কেউ কেউ সমকামিতার পথে পা বাড়ায়।

বিশ্বাস করুন, শুধু নীতি কথা দিয়ে যিনা-ব্যভিচার সমকামিতা বন্ধ করা সম্ভব নয়। বিয়েকে সহজ করা ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাই আসুন কিশোর প্রেমে বাধা দিয়ে নয় বরং বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র বন্ধন দিয়ে একটি সমাজ গড়ি।

আর আমরা যারা কিশোর-কিশোরী আছি—যখন দেখতে পাবো, বাবা-মা আমাদের প্রতি কোনো খেয়াল নিচ্ছেন না। তখন তাদেরকে স্পষ্ট জানিয়ে দিবো যে, আমার বয়স হয়েছে, বিয়ে করতে হবে। পরোক্ষভাবে হোক, বা প্রত্যক্ষভাবে হোক, তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া আপনার উপর আবশ্যক।

অবৈধ সম্পর্ক

যিনা (ব্যভিচার) সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস

১। উবাদাহ ইবনু সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> তোমরা আমার নিকট হতে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করো। কথাটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার বললেন। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন অবিবাহিত নারী-পুরুষকে একশত বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। আর বিবাহিত নারী-পুরুষকে রজম করতে হবে।[২]

২। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের তিনি পবিত্রও করবেন না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে—তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হচ্ছেন—(১) বৃদ্ধ যিনাকার। (২) মিথ্যাবাদী শাসক এবং (৩) অহংকারী দরিদ্র ব্যক্তি।[৩]

৩। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> এমন মুসলমানের রক্ত হালাল নয়, যে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল। তবে তিন শ্রেণীর মানুষকে হত্যা করতে হয়। (১) এমন মানুষ, যে বিবাহ করার পর যিনা করল। তাকে রজম করতে হবে। (২) এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান করল, তাকে হত্যা করা হবে, না হয় শূলী দেওয়া হবে, না হয় যমিন হতে নির্বাসন করা হবে। (৩) এমন ব্যক্তি, যে কাউকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করল, তাকে হত্যা করা হবে।[৪]

---

[২] মিশকাত: ৩৫৫৮।

[৩] মিশকাত: ৫১০৯।

[৪] আস সুনান, আবু দাউদ: ৪৩৫৩।

৪। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> আদম সন্তানের উপর যিনার একটি অংশ লিখা হয়েছে। সে তা পাবেই। মানুষের দু'চোখের যিনা দেখা। দু'কানের যিনা শুনা। জিহ্বার যিনা কথা বলা। হাতের যিনা স্পর্শ করা। পায়ের যিনা যিনার পথে চলা। অন্তরের যিনা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা করা। লজ্জাস্থান তার সত্য মিথ্যা প্রমাণ করে।[৫]

৫। উসমান ইবনু আবিল আছ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> অর্ধরাতে আকাশের দরজা খোলা হয়। তখন আল্লাহ তাআলা আহ্বান করে বলেন, কোনো প্রার্থনাকারী আছে কি তার প্রার্থনা কবুল করা হবে। কোনো সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তি আছে কি তাকে সাহায্য করা হবে। কোন সংকটে নিমজ্জিত ব্যক্তি আছে কি তার সংকট দূর করা হবে। এ সময় কোন মুসলমান দুআ করলে তার দুআ কবুল করা হয়। তবে অশ্লীল কাজে লিপ্ত যে নারী তার প্রার্থনা কবুল হয় না। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর মাখলুকের পাশে থাকেন। যে ক্ষমা চায় তাকে ক্ষমা করেন। তবে যে নারী অশ্লীল কাজে লিপ্ত, তাকে ক্ষমা করেন না।[৬]

৬। আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

> নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর যে ব্যাপারে বেশী ভয় করি তা হচ্ছে যিনা ও গোপন প্রবৃত্তি।[৭]

৭। আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

> আমি একদা ঘুমিয়ে ছিলাম, আমার পাশে দু'জন লোক আসল, তারা আমার বাহু ধরে নিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখি আমি কিছু লোকের পাশে, যারা খুব ফুলে আছে, তাদের গন্ধ এতবেশী, যেন মনে হচ্ছে ভাগাড়। আমি বললাম, এরা কারা? নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণী।[৮]

---

[৫] সহিহ মুসলিম: ২৬৫৭।
[৬] আহমাদ, আত-তারগিব: ৩৪২০।
[৭] আত-তারগিব: ৩৪১৯।
[৮] আত-তারগিব: ৩৪২৪।

মানুষ কেন প্রেম করে

বিজ্ঞানীদের দেয়া তথ্য অনুসারে মানুষের মস্তিষ্কের সেরাটোনিন হরমোনের প্রভাবে নারী ও পুরুষের মনে একে অপরের প্রতি স্বভাবজাত কামনা তৈরি হয়। তবে বিজ্ঞানীদের অন্য এক দল মনে করেন, কামনা জাগ্রত হয় টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেনের মাধ্যমে, আকর্ষণ তৈরি হয় মস্তিষ্কের ডোপামিন ও নোরিপাইনের মাধ্যমে এবং আসক্তি তৈরি হয় অক্সিটোসিন ও ভ্যাসোপ্রোসিনের মাধ্যমে। তবে বিজ্ঞানীদের কোন্দলে আমি কোন দলের মতামত মেনে নেব সেটা এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়। তদুপরি, আমি বাপু বিজ্ঞান-টিজ্ঞান বুঝি কম, তাই সেদিকের আলাপ আনাটা অপ্রয়োজনীয় বোধ করছি।

আমার বক্তব্য হলো—দুনিয়ায় এত কাজ থাকতে মানুষ প্রেম করে কেন? মানুষ যা-ই করুক না কেন, তার একটা কারণ থাকে, উদ্দেশ্য থাকে, মাহাত্ম্য থাকে, স্বার্থকতা থাকে। প্রেম করার পিছে এর কোনটি কীভাবে কাজ করে?

এ ব্যাপারে কবিগুরু বলেছেন,

> আনন্দকে যদি দু'ভাগে ভাগ করা হয়, তবে একটি অংশে পাওয়া যাবে জ্ঞান, অন্য অংশে প্রেম।

এ বক্তব্য থেকে আমরা বুঝলাম—মানুষ প্রেম করে আনন্দ পাওয়ার জন্য। তবে আনন্দটা কীরকম? আনন্দ তো আবার বিভিন্ন রকমের হয়, তাইনা? সুতরাং, বিষয়টিকে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বোঝা দরকার।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। দুনিয়ায় যতদিন বংশবৃদ্ধি করার সুযোগ থাকবে, ততদিন এই আকর্ষণও থাকবে। এটা ন্যাচারাল, স্বাভাবিক, স্রষ্টাপ্রদত্ত। এই আকর্ষণ সৃষ্টির কলাকৌশলটুকু আমরা বিজ্ঞান পড়ে জানতে পারব, কিন্তু কেন এই কলাকৌশল অস্তিত্বে এলো—তার উত্তর বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারেনা, এবং এর উত্তর একটাই; আল্লাহ দিয়েছে, তাই হয়েছে। শেষ!

এই ন্যাচারাল আকর্ষণবোধের কারণেই (ছেলেরা) মেয়ে দেখলেই বুকের ভেতর ধাক্কা খায়, পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া ষোড়শী তরুণীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে পুলক অনুভব করে। কারণ, এতে রয়েছে আনন্দ! আনন্দের আতিশয্যে কখনও

আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্ব করতে যায়, আবার কখনও পাত্তা না পেয়ে ছ্যাঁচড়া কুকুরের মতো পিছে পিছে ঘোরে।

নিঃসঙ্গতা কাটাতে

একা থাকতে ভালো লাগেনা কারোরই। শত কোলাহলের ভিড়ে নিতান্ত নিঃসঙ্গ জীবন বড্ড একঘেঁয়ে। এই একঘেঁয়েমি কাটাতে মানুষ একজন সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভব করে। সঙ্গীর সাথে হাসিঠাট্টা, ফূর্তি-আড্ডায় একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা দূর করার পাশাপাশি সময়টাও দারুণভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায়। আর সেই সঙ্গী যদি হয় বিপরীত লিঙ্গের কেউ, তাহলে মস্তিষ্কের অ্যাড্রিশনাল ডোপামিন ক্ষরণজনিত কারণে ভালোলাগার মাত্রাটাও যায় অনেকখানি বেড়ে! আর এই ভালোলাগাটা ধরে রাখতেই মানুষ প্রেমে জড়ায়। অতঃপর সেই ভালোলাগাটাকে ভালো করে উপভোগ করে।

অনুভূতি প্রকাশ করতে

প্রতিটি মানুষের মনেই কিছু 'একান্ত' কথা জমে থাকে যা সচরাচর সবার সাথে বলা যায়না, গেলেও তা বলা হয়ে ওঠেনা। ফলে, সেই কথাগুলো ক্রমান্বয়ে জমে জমে ভার হয়ে মন ক্লান্ত হয়, ছেয়ে যায় মন বর্ণহীন বিস্বাদ বিষন্নতায়। মানুষ তার আনন্দ-বেদনা, রাগ-অভিমান, হাসি-কান্নার কিচ্ছাকাহিনী অন্যের কাছে পেশ করে নিজেকে হালকা করতে চায়। সে চায়—তার সবটুকু ছেলেমানুষি কথাবার্তা শোনার জন্য একজন কেউ থাকুক, সবটুকু পাগলামি আর মনে জমা এলোমেলো ভাবনাগুলো ধৈর্য ধরে আগ্রহ নিয়ে শোনার কেউ থাকুক, 'অ্যাই জানো আজকে কী হয়েছে...' শোনামাত্রই কেউ একজন বলে উঠুক—হ্যাঁ বলো, শুনি কী হয়েছে?

নিজেকে বৃহৎ পরিসরে ব্যক্ত করার এই সুযোগটুকু প্রেম করলে অবলীলায় উপভোগ করা যায়। তাই মানুষ প্রেম করে।

নিজেকে উপস্থাপনের জন্য

প্রশংসা পেতে কে না ভালোবাসে? কে না চায় তাকে দেখে কেউ মুগ্ধ হোক, কারও দৃষ্টি কাড়ুক, কারও অন্তর শীতল হোক কিংবা কারো হৃদয়ে বয়ে যাক বৈরুৎ বিস্ফোরণ? (বিশেষ করে নারীরা)

নিজেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সুন্দরভাবে অন্যের সামনে উপস্থাপন করার পরিশ্রম তখনই সফল হয় যখন তার সৌন্দর্যে সবাই পঞ্চমুখ হয়ে যায়। "উফফ, তোমাকে যা লাগছে না, কি বলবো!"—যেকোনো নারী এহেন কমপ্লিমেন্ট পাওয়া মাত্রই

স্বর্গসুখ অনুভব করতে আরম্ভ করে, তার নারীত্ব গৌরবমণ্ডিত হয়, তার জীবন ধন্য হয়, সুখের সুনামিতে বেনামি পত্রের মতো অদম্য উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতে ইচ্ছে হয় তার। একটা ছেলেও নিজেকে কিছুটা ড্যাশিং লুকে উপস্থাপন করে জায়গা করে নিতে চায় প্রেমিকার হৃদকুঞ্জে, প্রেমিকার মুগ্ধ হওয়া দেখে সেও হতে চায় মুগ্ধতায় আবিষ্ট।

প্রশংসা পেতে ভালো লাগে, আর প্রশংসা পাওয়ার এই ভালোলাগাটা প্রেম থেকে পাওয়া যায় নিতান্তই সস্তা দরে; কাজেই মানুষ প্রেম করে। শুধু সৌন্দর্যের প্রশংসাই নয়, পরীক্ষার রেজাল্ট, ট্যুর বা অন্য কোনো বিশেষ অকেশনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা শেয়ার করে সেখান থেকেও প্রশংসাপ্রাপ্তির আশা রাখতে পারে তারা।

সহানুভূতি লাভের জন্য

সকাল থেকে একটা কাজের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি, সফল হচ্ছি না। বারবার ব্যর্থ হচ্ছি, ভেঙে পড়ছি, মেজাজ গরম হচ্ছে, একপর্যায়ে ডিপ্রেশন—এমন সময়ে মানুষ একটু সান্ত্বনা খোঁজে, একটু ভরসার জায়গা খোঁজে, সিক্ত হতে চায় একটুখানি স্নেহের পরশে। এ জন্যও মানুষ প্রেম করে। সারাদিনের ক্লান্তি এক করে ঢেলে দেওয়ার জন্য, খুব ভেঙে পড়লে আশা যোগানোর জন্য, খুব হতাশ থাকলে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একজন মানুষের খুব দরকার। নানা দুশ্চিন্তায় ভার হওয়া মাথাটা আলগোছে এলিয়ে দেওয়ার জন্য একটা বিশ্বস্ত কাঁধ থাকাটা খুব জরুরী। তাই মানুষ প্রেম করে।

শুধু সহানুভূতিই নয়, মানুষ চায়—কেউ তার কেয়ার করুক, খোঁজখবর নিক। সে ঘুম থেকে উঠেছে কিনা, গোসল করেছে কিনা, পড়াশুনা করেছে কিনা, খেয়েছে কিনা ইত্যাদি।

কিছুটা স্বপ্নবিলাসী হতে

মানুষের জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যা মানুষকে আশাবাদী করে তোলে, কর্মোদ্দীপনা জুগিয়ে চলে, আত্মিক ও মানসিকভাবে পক্ক করে তোলে—তা হলো স্বপ্ন। সবাই-ই স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে। আর যদি দুজনের স্বপ্ন হয় একই, যদি সে স্বপ্ন পূরণের পথে একজন হয় অন্যজনের সঙ্গী, তবে সে স্বপ্ন দেখার আনন্দ ছুঁয়ে যায় এক অন্যরকম মাত্রা। রাতজাগা আলাপনগুলো মুখরিত হয় স্বপ্ন-সংকুল উৎসবে। চুটিয়ে প্রেম করবে, গ্রাজুয়েশন শেষ হলেই বিয়ে করবে থেকে শুরু করে কবে কোথায় হানিমুনে যাবে, বিয়ের পর বাচ্চার কী নাম হবে, বাচ্চাকে

কোন স্কুলে ভর্তি করাবে, বাচ্চা বড় হলে তাকে কোন বন্ধুর বাচ্চার সাথে বিয়ে দিবে—ইত্যকার স্বপ্ন-কল্পনাও বাদ যায় না প্রেমনিবিষ্ট পক্ষীযুগলের অক্ষি হতে!

প্রেমিক-প্রেমিকার কিশোরমনে জমা হওয়া স্বপ্নগুলোর ভার্চুয়াল লেনাদেনায় তারা সীমাহীন আনন্দ পায়। দু'মাস প্রেম করেই তারা বাচ্চার নামটিও ঠিক করে ফেলে। ফ্যান্টাসির এই জগৎটা নিঃসন্দেহে মানসিকভাবে অপরিপক্ক যেকোনো বালক-বালিকার (কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীর) জন্য সুখকর।

কিন্তু তবুও! প্রেম করা তো হারাম, তাইনা? তাহলে মানুষ এই অবৈধ সম্পর্কে জড়াবে কেন? বৈধ সম্পর্ক থেকেও তো একই সুফলগুলো পাওয়া যায় তাইনা? তবুও মানুষ অবৈধ সম্পর্কেই জড়ায়... কেন?

কারণ

১. যারা প্রেম করে তারা সাধারণত হারাম-হালালের তোয়াক্কা করে না, ইসলামি বিধিনিষেধ মোতাবেক জীবনযাপন করে না। তাই প্রেম করা হালাল হলো নাকি হারাম হলো—এসব বিধান-টিধান তাদের গোনারও টাইম নেই।

২. একদিকে সমাজে বৈধ সম্পর্ক (বিয়ে) গড়া কঠিন, নানা সামাজিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, অন্যদিকে অবৈধ সম্পর্ক গড়া সহজ, লোকাল বাসে ওঠার মতো টুপ করে একটা রিলেশনে ঢুকে পড়া যায়; একদিকে বৈধ সম্পর্ক রুখে দেওয়ার জন্য প্রশাসন সদাজাগ্রত, অন্যদিকে অবৈধ সম্পর্ক উস্কে দেওয়ার জন্য টিভি, পত্রিকাসহ সকলপ্রকার মিডিয়া সদাব্যস্ত ও নিবেদিতপ্রাণ। কাজেই, মানুষ অধিকতর সহজ পন্থায় অগ্রসর হতে পছন্দ করে।

৩. বৈধ সম্পর্কে অনেক দায়িত্ব নিতে হয়, অবৈধ সম্পর্কে দায়িত্ব নেওয়ার প্যারা থাকে না। বিনা শ্রম ব্যয়ে বিনোদন পাওয়া যায়, মাগনা মজা নেওয়া যায়, স্বল্প ও সুলভমূল্যে ঘন্টাব্যাপী পুলকিত হওয়া যায়।

৪. প্রেমে কমিটমেন্ট ও দায়িত্ব নেওয়ার আবশ্যকতা না থাকায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ অযুহাতে খুব সহজেই একটা সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে অন্য আরেকটায় ঢুকে পড়া যায়। এতে করে একাধিক চুইংগামের আলাদা-আলাদা ফ্লেভার পাওয়া যায়। ইন্টারেস্ট ফুরিয়ে গেলে সহজেই ব্যবহার শেষে ফেলে দেওয়া যায়।

৫. একটু সুন্দরী মেয়ের সাথে প্রেম করতে পারলে, সুন্দরী মেয়ে নিয়ে রেস্টুরেন্ট, পার্কে আড্ডা দিতে পারলে, সুন্দরী মেয়ের হাত ধরে হাঁটাহাঁটি করতে পারলে

পাবলিক হিংসা করে, বন্ধুরা 'নাইস কাপল' বলে, ভক্তরা 'জিতসেন ভাই' বলে, শরীরে আলাদা একটা ভাব আসে। নিজেরে হিরো মনে হয়, নায়ক মনে হয়, কুউল-ড্যুড মনে হয়ে, স্মার্ট মনে হয়, জীবন ধন্য মনে হয়।

৩. অনেকে মনে করে—বিয়ের আগে প্রেম করলে আগে থেকেই কিছুটা জানাশোনা থাকে, বিয়ের পর পোষাবে কিনা, মানিয়ে চলা যাবে কিনা সেটা বোঝা যায়। বিয়ের আগেই প্রেম করলে খাপ খাওয়াতে (!) সুবিধা হয়, আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো থাকে ইত্যাদি। এসব কারণে তারা প্রেম করে।

মোদ্দাকথা—একটা বয়স পার করে ফেললে মানুষের আর একা থাকতে ভালো লাগে না। সে সঙ্গী চায়, সে সঙ্গ চায়। সে ব্যক্ত করতে চায় নিজের অনুভূতিগুলো। নিজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা শুধু নিজের মধ্যে রেখে দিতেই ভালো লাগে না তার, সেগুলোকে ভাগ করে নিতে চায় অন্য কারো সাথে। নিজেকে দেখতে চায় অন্য কারো চোখে, নিজেকে খুঁজে পেতে চায় অন্য কারো মাঝে। সে চায়—কেউ তার অনুপস্থিতিতে অস্থির হয়ে উঠুক; সে খুব করে অনুভব করতে চায়—তার উপস্থিতিও কারও জন্য অক্সিজেনস্বরূপ।

একটা সময় আর একা থাকতে ভালো লাগে না। তখন ভালোবাসতেই ভালো লাগে শুধু! নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। আর এই ভালোবাসার সুযোগটুকু বৈধপন্থায় পাওয়া না গেলে, সবাই না, তবে অনেকেই অবৈধ পথে পা বাড়াবে, এটাই স্বাভাবিক। আর বাদবাকি যারা এই অবৈধ পথে পা বাড়ায় না, হয় তারা সুযোগ পায় না তাই বাড়ায় না, নয় তারা সুযোগ করে নিতে পারে না তাই বাড়ায় না, কিংবা তারা ধর্মীয় বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। সুযোগ কিংবা সক্ষমতা থাকলে এরাও প্রেম করতো।

কাউকে দেখে প্রেমে পড়ে যাওয়াটা অপরাধ নয়, কাউকে ভালোবেসে ফেলাটাও দোষের নয়; এটা আল্লাহপ্রদত্ত অনুভূতি। এই অনুভূতি না থাকলে তার ডাক্তার দেখানো উচিত, চিকিৎসা নেওয়া উচিত। কিন্তু, প্রেমে পড়ার পর বা কাউকে দেখে পছন্দ হওয়ার পর একজন মানুষের মনে কোন ধরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় সেটার উপরই মূলত নির্ভর করে যে সে অপরাধী নাকি নিরপরাধ। কেউ যদি শুধু সুন্দরী নারী দেখে দেখে, চোখ দিয়ে চেটে চেটে আত্মলালসা চরিতার্থ করে (ক্রাশ খাওয়া আরকি), তাহলে সে নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারী। অপরদিকে, যে কোনো নারীর দিকে চোখ পড়ামাত্রই (পছন্দ হলেও) দ্বিতীয়বার তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারে, হুট করে মনের কোণে জমে ওঠা আবেগের তাড়নাকে দাঁতে-দাঁত চেপে দমিয়ে রাখতে পারে, কষ্ট হলেও যে অনাহূত কামনার বানে ভেসে যাওয়া

থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে—সে সত্যিই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে গুণাহের স্রোতে ভেসে যাওয়ার হাত থেকে, চরিত্র ধ্বংসের হাত থেকে, নিজের নফসের গোলামি থেকেও।

ক্ষুধা লাগলে খেতে তো হবেই। তবে কেউ চুরি করে খায়, আর কেউ কাজ খোঁজে, পরিশ্রম করে, টাকার জন্য সবর করে, অতঃপর টাকা পেলে খাবার কিনে খায়। দু'জনেই খায়, একজন হারাম, অন্যজন হালাল। তেমনি, একজন বিনা শ্রম ব্যয়ে ফ্রী প্রেম করে, মাগনা মজা নেয়, ক'দিন পর ছেড়েও দেয়, আবার নতুন একটা সম্পর্কে জড়ায়—হারাম পন্থায় নিজের চাহিদা পূরণ করে। অন্যদিকে একজন বিয়ের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে, সে পর্যন্ত সবর করে, তারপর সে তার চাহিদাটুকু পূরণ করে। দু'জনেই একই কাজ করছে, কিন্তু একজন হালাল পন্থায়, অন্যজন হারাম পন্থায়। একজন সবরের নিয়ামতটুকু ভোগ করতে পারছে, অন্যজন পারছে না। একজন আল্লাহর এঁকে দেওয়া গণ্ডির মধ্যে থাকতে পারছে, অন্যজন সীমালঙ্ঘন করছে। একজনের রোম্যান্স তাকে গুণাহগার বানাচ্ছে, অন্যজনের রোম্যান্স তাকে অঢেল সওয়াব এনে দিচ্ছে। স্রেফ এতটুকুই পার্থক্য।[১]

[১] লিখেছেন: রুহুল কবির।

যৌন চাহিদা হচ্ছে ক্ষুধার মতো

ক্ষুধা লাগলে যেমন খাবার প্রয়োজন হয়, তেমনি নারী-পুরুষ একটি নির্দিষ্ট বয়সে উপনীত হলে তাদের যৌন চাহিদা সৃষ্টি হয়। এটা আল্লাহর একটি সৃষ্টি। তাই প্রতিটি ছেলে মেয়ের উপযুক্ত বয়সে বিবাহ হওয়াটাই শ্রেয়।

কিন্তু আমাদের সমাজে পড়াশোনার নামে, ক্যারিয়ার গড়ার নামে উপযুক্ত সময় থেকে অনেক পরে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দেয়া হয়। ফলে যুবক-যুবতীরা যৌন চাহিদার বশবর্তি হয়ে যিনা ব্যভিচারে পা বাড়ায়। আর এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, আপনি যদি একটি বিড়াল পালেন, আর তাকে খেতে না দেন তাহলে সুযোগ পেলেই বিড়াল আপনার হাড়ির খাবার চুরি করবে। অভিভাবকরা ইচ্ছে করেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দেরীতে দিচ্ছে, তাহলে যিনা তো হবেই। আপনার মেয়ে অন্য ছেলের সাথে তো পালাবেই। এটা আপনারই কর্মফল। সরকারী বিধান মোতাবেকও যদি একজন নারীর বিয়ের বয়স ১৮ বছর এবং একজন পুরুষের বিয়ের বয়স ২১ বছর হয়, তারপরও অনেক অভিভাবকেরা ছেলের বয়স নিয়ে গেছে ৩০/৩৫ বছরে এবং মেয়ের বয়স নিয়ে গেছে ২৫/২৮ বছরে।

অথচ ইসলামিক রাষ্ট্রে ছেলে-মেয়েদের এত দেরীতে বিবাহ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। অভিভাবকের কাছে এখন বিবাহ হয়ে গেছে কঠিন, তাই যিনা হয়েছে সহজ।

এর জন্য এই সমস্ত সহিহ দ্বীনহীন অভিভাবকরাই দায়ী!

আল্লাহ প্রতিজ্ঞাও করেছেন,

বিয়ে করলেই তোমাদের ধনী করে দিবো।

তবুও মেয়ে বিয়ে দেয়ার সময় কেবলই চাকুরিজীবি ছেলে তালাশ করাটা মূলত আল্লাহর উপর অনির্ভরশীলতার ইঙ্গিত।

আমি তো মনে করি, একটা ভালো চাকুরির পূর্বশর্তই হচ্ছে "বিয়ে"।

কেননা, তখন তাকে রিজিক প্রদান করার দায়িত্ব স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিয়ে নেন।

পড়ুন সেই মহাপবিত্র আয়াতে কারিমা...

> তোমাদের মধ্য হতে যারা বিবাহহীন তাদের বিবাহ দিয়ে দাও এবং দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরকেও। তারা যদি নিঃস্বও হয়ে থাকেন তবে স্বয়ং আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দেবেন।[১৩]

অবশ্য উক্ত আয়াতে বিবাহহীনদের অভিভাবকদেরকেই আল্লাহ তাআলা এ আদেশ করেছেন। কেননা আল্লাহ জানেন, অভিভাবকেরা কি সব চিন্তা করেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কেউ বিয়ে করতে চাওয়া মানে সামাজিকভাবে তাকে খারাপ চোখে দেখা হয়।

আমাদের সমাজে কেউ কারো বিয়ের কথা শুনলে এতোটাই অবাক হয় যে, অবৈধভাবে প্রেম ভালোবাসা যিনা করলেও এতোটা অবাক হয়না।

বিষয়টা এখন সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে, আগে মানুষ প্রেম ভালোবাসার কথা শুনলে অবাক হতো, লজ্জা পেত, এখন তার বিপরীত। এ কারণেই আজ আমাদের সমাজের এত অধঃপতন।

ছেলে বিয়ে করে মেয়েকে খাওয়াবে কি..!?

আপনার আরেকটা মেয়ে থাকলে তাকে খাওয়াতেন না? তাহলে সমাজকে পাপমুক্ত করার জন্যে নিজের মেয়েকে বিয়ে দিয়ে অন্যের ঘরে তুলে দিয়ে, ছেলেকে বিয়ে করিয়ে অন্যের মেয়েকে ঘরে তুলে নিজের মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি মনে করে অন্যের মেয়েকে খাওয়াতে অসুবিধা কোথায়?

শুধু প্রতিষ্ঠিত ছেলের সাথেই বিয়ে দিতে হবে এই চিন্তা কেন আসবে?

প্রতিষ্ঠিত বলতে কি বুঝেন আপনি?

ভুলে যাবেন না মানুষের ভাগ্য "হায়াত মউত" এগুলো মানুষের হাতে থাকেনা, কখনো বলেও আসে না।

ধরুন, আজকে আপনি একজন ভালো চাকুরিজীবি প্রতিষ্ঠিত ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়েকে বিয়ে দিলেন, দুর্ভাগ্যবশত বিয়ের পরে তার মৃত্যু হলে বা তার চাকুরি চলে গেলো, তখন কি করবেন?

[১৩] সুরা নুর: ৩২।

তাই প্রতিষ্ঠিত নয়, একজন ভালো নামাজি দ্বীনদার ছেলে দেখেই বিয়ে দিন, এতে তারা সাময়িক কিছু করতে না পারলেও তাদের দ্বীনদারীত্বের কারণে আল্লাহর রহমত অবধারিত থাকবে, এবং ভাল একটা কিছুর ব্যবস্থা হবে ইনশা আল্লাহ। আর বদবখত, লম্পট, প্রতিষ্ঠিত ছেলে দেখে দিবেন তো বিয়ের পরে পস্তাতে হবে, যতই প্রতিষ্ঠিত হউক আল্লাহর রহমত না থাকলে গজব অবধারিত। টাকা-পয়সা মানুষকে সুখ শান্তি এনে দিতে পারেনা। সুতরাং, আপনার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ছেলেকে বিয়ে করিয়ে সমাজের অসংখ্য ছেলেকে চারিত্রিক শুদ্ধতা নিয়ে বেড়ে উঠতে সহযোগিতা করুন। নিশ্চয়ই এখন যে ছেলেটা বেকার সেই কয়দিন পর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ে করবে। তখন কিন্তু তার চাহিদাও বেড়ে যাবে। প্রতিষ্ঠিত হয়েই যখন বিয়ে করতে হল, তখন ভাল দেখেই বিয়ে করি। তখন দেখা যায় এসকল আপুদের আর বিয়ে হয় না। আবার কোন কোন অভিভাবক লেখাপড়া শেষ করার আগে বিয়ে দিতে চায় না, ফলে মেয়ের বয়স বেড়ে যায় প্লাস চেহারার লাবন্যতা নষ্ট হয়। বয়স্ক মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না, আর যদি লাবন্যতা হ্রাস পায়, তাহলে তো কথায় নাই। তাই দেখা যায় অনেক আপুদের বিয়ে হচ্ছেনা বলে অভিভাবকদের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। কয়েক বছর আগেও যে সকল প্রস্তাব নাকোচ করে দিয়েছে, এখন তাদের হয় বিয়ে হয়েছে তা না হলে এখন আর তারা আগ্রহী নয়। তো আসুন সবাই বিয়েকে তথা হালালকে সহজ করি এবং প্রেম তথা হারামকে কঠিন করি।

বিয়েকে কঠিন করে সমাজে যিনার প্রচলনকে সহজ করে আমরা একটা পঙ্গু, নির্লজ্জ ও অসার জাতি বানাচ্ছি। যারা বলে আমরা শুধু বিয়ে বিয়ে করি, ব্যাপারটা এমন না যে নিজের জন্য বিয়ে বিয়ে করি। একটা জেনারেশন এখানে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে স্রেফ নিজের কৈশোর ও যৌবনের কৌতুহলকে ভুল জায়গায় প্রয়োগ করে। একজন স্ত্রী ও প্রসূতিরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর নাসিমুন নাহারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জেনে নেয়া যাকঃ

একটা বিষয় নোটিশ করলাম—আজকাল ক্লাস সেভেন এইটের মেয়েরা frequently প্রেগন্যান্ট হচ্ছে! ব্যাপারটা খুব আজব এবং অবশ্যই দুঃখজনক। বলার অপেক্ষাই রাখে না যে এগুলো সব বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে ঘটছে।

এসব কেসে আমাদের সমাজে সাধারণত ছেলেদেরকে দায়ী করা হয়। মেয়েগুলোকে ভিক্টিম বানানো হয়। কিন্তু সব সময় যে ছেলেরাই মেয়েগুলোকে use করছে ঘটনা কিন্তু তা না। বহুত পাকনার হাড্ডি ঝুনা নারকেল টাইপ মেয়ে

দেখতে পাই ডাক্তার হবার সুবাদে। যাদের কাছে physical relation করতে পারাটাই যেন একটা যোগ্যতা! নিজেরে বিশেষ কিছু প্রমাণ করা!!

Yeah I lost my virginity at 13! বলাটাই যেন ক্রেডিট।

ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আপনাদের সাথে—

আমি একটা আন্তর্জাতিক আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসিক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছিলাম বছরখানেক। তো সেখানে adolescent child health care নিয়ে হেলথ সেশন করতে হতো আমাকে। মজার কথা হলো আমি তাদেরকে কি সেশন/ওয়ার্কশপ করাব তারা সব জেনে বসে আছে দেখতাম। গ্রেড থ্রি/ফোরের বাচ্চা মেয়েগুলো পিরিয়ড, প্যাড এমনকি intercourse নিয়ে পর্যন্ত ঝরঝরে ডিসকাস করতো ডক্টর মিসের সাথে। ছেলেরা তো আরো ভয়ংকর। মাস্টারবেশন, ড্রাগস, ইয়াবা, স্মোকিং এ ইরেকটাইল ডিসফাংশন হয় কিনা তাদের ডিসকাশনে চলে আসতো এসব টপিক। কি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে? ঘটনা কিন্তু পুরোই সত্যিই। এমনকি আইসিটি ক্লাশের জন্য ব্যবহৃত পিসিতে তারা নিজেদের প্রাইভেট পার্টসের ন্যুড পর্যন্ত শেয়ার করতো! ধরাও খেত। কারণ, পুরো ক্যাম্পাসের আইটি ডিপার্টমেন্ট ২৪/৭ এক্টিভ থাকতো। কিন্তু কোন রকম ভয় বা পাপবোধ দেখতাম না ওদের চোখে মুখে।

কি বলব? বাচ্চাগুলোর শরীরে কিছুই নাই আই মীন মাত্রই development period চলছে তবুও শরীরকে ঘিরেই তাদের সব ভাবনা চিন্তা হতাশ করতো আমাকে।

আমি হয়তো খানিকটা সেকেলে বলে এসব হজম করতে বেগ পেতাম। আমার কষ্ট হতো। ওদের এই বয়সে আমরা তিন গোয়েন্দাতে বুঁদ হয়ে থাকতাম। গান, আবৃত্তি, ডিবেট ক্লাশে দৌড়াতাম। নামাজ না পড়লে আম্মুর হাতে মাইর খেতাম। আর ওরা প্ল্যান করে কিভাবে মা বাবাকে চাপ দিয়ে নতুন মডেলের গ্যাজেট/মেকাপ বক্স আদায় করবে। এমনকি নতুন মডেলের গাড়ির আবদার করতে দেখেছি গ্রেড নাইনের বাচ্চাকে!!!

আপনারা হয়তো ভাবছেন বড়লোকের পোলাপাইন এমনই তো হবে। বাপের মায়ের অবৈধ পয়সার খেসারত এসব।

না, ঘটনা কিন্তু তা না।